



আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩

শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী

আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমাজ, রাষ্ট্র, পারিবারিক ও উন্নয়নে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সরকারের নেওয়া বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সূচকে বাংলাদেশ অগ্রগামী। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নে বিপুল বিনিয়োগ। গত এক দশকে আর্থসামাজিক খাত ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সব ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে বিবিধ পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার জেভার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বৈজিং প্র্যাটিকফর্ম ফর অ্যাকশনসহ সব আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য : ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেভার বৈষম্য করবে নিরসন’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারী শিক্ষা নিশ্চিত করা, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা, সুরক্ষা ও অধিকা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন এবং কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে সরকার। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করে জেভার সমতাভিত্তিক দেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির অংশীদার হিসেবে সৃজনশীল এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি দেশের নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে সমঅধিকারের একটি বাসযোগ্য পৃথিবী- আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বস্বীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী

বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নারীর সমান অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের দীর্ঘ সংগ্রাম ও অর্জনের স্মরণ করে লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ ২০২৩ পালিত হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের কারণে কলকারখানায় পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি নারী শ্রমিক গুচ্ছ জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু কারখানায় নারী শ্রমিকদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হতো না। ফলে নারীর মর্যাদা, সম শ্রম-মজুরি ও শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ, কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি এবং সমঅধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দিবসটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অর্থবহ। এ দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীসমাজের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য:

“ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন
জেভার বৈষম্য করবে নিরসন”

যা অত্যন্ত সমন্বয়যোগ্য এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যথার্থ ও অর্থবহ।

বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে নারীর মর্যাদা, সমঅধিকার ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরোধের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, জেভার সমতা অর্জন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় নারীর অগ্রসরসহ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে সচিব, রাষ্ট্রদূত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিচারপতি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন পদে নারী নিয়োগ দিয়ে বিশ্বে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের রোল মডেল হয়েছেন। এ দেশের নারী আপন মহিমায় উজ্জাসিত হয়ে এভারেস্ট জয়, ক্রিকেট বিশ্বে সুনা ম অর্জন ও সাফ ফুটবলে স্বর্ণ জয় করে বিদেশের মাটিতে উড়িয়েছে লাল-সবুজের পতাকা। গৃহকোণ থেকে বিশ্বমঞ্চ সর্বত্রই নারীর জয়জয়কার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুর সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ডব্লিউডিবি) কর্মসূচি, মা ও সহায়তা কর্মসূচি, দারিদ্র্যমোচন ক্ষুদ্রাশ্রয় প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষতা উন্নয়নে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবাশ্রয় কেন্দ্র, সফল নারীদের জয়িতা সম্মাননা, বেগম রোকেয়া পদক, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক, কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন, আইসিটি’র মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ নিরোধ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেবা প্রদানে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ন্যাশনাল টোলফ্রি হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯, ডিএনএ ল্যাব, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারসহ নানাবিধ কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে নারীর অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা সারা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অবদানের জন্য অর্জন করেছেন অনেকগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা। এমডিজি, সাউথ-সাউথ, পিস ট্রি, প্ল্যান্টে ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন, গ্লোবাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড, এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড, লাইফটাইম অর্জনে ব্রিগেডিয়ন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ভ্যান্সিন হিরো, এসডিজি অগ্রগতি এবং মুকুটমণি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জেভার সমতাভিত্তিক উন্নত-সমৃদ্ধ বিশ্বে পদার্পণ করে গড়ে উঠবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২৩ ফাল্গুন ১৪২৯
০৮ মার্চ ২০২৩

সোনালি আগামীর স্বপ্নদ্রষ্টা

ফরিদা পারভীন

মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়



বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বেক অবাধ করে দিয়ে নারী-পুরুষের সমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের দিয়ে গেছেন লাল-সবুজের পতাকাশোভিত একটি স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ১ (এক) বছরের মধ্যে দেশকে দিয়েছেন এক অনন্য সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতির সুস্পষ্ট বর্ণনার পাশাপাশি এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে নাগরিক হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়কে দেওয়া হয়েছে সমঅধিকার। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি এদেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের মহাসড়কে। স্পর্শ করেছে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাইলফলক। তার দৃঢ় কঠিন মনোবল ও সঠিক নেতৃত্বে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা এখন দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ জেভার বৈষম্য কমিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। জেভার বৈষম্য দূরীকরণ সূচকে বাংলাদেশের স্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে। আর তাই আজ বিশ্বসভায় নারী-পুরুষ সমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের নাম ‘বাংলাদেশ’। ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩’-এর প্রতিপাদ্যটি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতি এক অনন্য উদাহরণ।

“ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

জেভার বৈষম্য করবে নিরসন”

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতিনির্ধারণে, কূটনৈতিক তৎপরতায়, প্রশাসনে, অর্থনীতিতে, ব্যবসাবাণিজ্যে, মহাকাশ গবেষণায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এমনকি একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এদেশের নারীকে। দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আজ বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী নেতার কাতারে বাংলাদেশের সুযোগ্য নেত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈশ্বিক মহামারিকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জলবায়ু বিপর্য্যসহ বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজ দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শরণার্থীদের নিয়ে দেওয়ার মতো মানবিক দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে একজন নীতিক নারী নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গর্বিত দেশ এই বাংলাদেশ।

বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুযোগের সমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশে সমঅধিকার বাস্তবায়নের এই রূপান্তরের চিহ্ন একদিনের নয়। জাতির পিতা বিশ্বাস করতেন এদেশের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নে নারী শিক্ষার কোনো বিকাশ নেই। তাই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও সরকারি চাকুরিতে ১০ শতাংশ কোটা নিশ্চিত করা হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠনের মাধ্যমে নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে জেভার সমতা আনয়নে প্রতিষ্ঠা করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বর্তমানে এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে নারীবাকব বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নারীর দারিদ্র্যমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসহ নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ, যোগ্যযোগ্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সকল প্রকার নারীনির্ঘাতন ও বৈষম্য নিরসনে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর চলার পথ হয়েছে মসৃণ। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ আবাসন ও ডে-কোরার সেন্টার সুবিধা প্রদান করায় কর্মজীবী মারেরা বর্তমানে মেধার সর্বোচ্চ প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে, হয়েছে দেশসেবায় অধিক মনোযোগী। বাল্যবিবাহ নিরোধসহ যে-কোনো ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরী ক্লাবে সদস্যরা দক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালায় নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোতে নারীবাকব বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১’ প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’ ও ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে। ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০’ সংশোধন করে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে ২০২০ সালে ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০’ জারি করা হয়েছে। গণপরিবহণে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজধানী ঢাকায় চলাচল করা ১০৮টি বাসে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। নারীনির্যাতন প্রতিরোধকল্প মস্কি-সেন্ট্রাল প্রোগ্রামের আওতায় চালু করা হয়েছে নারীনির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯। এছাড়াও রয়েছে সরকারি হেল্পলাইন ৩৩০ এবং পুলিশের বিশেষ সেবা হেল্পলাইন ৯৯৯। জয় মোবাইল অ্যাপসহ অনলাইন প্র্যাটিকফর্ম ‘উত্তরণ’ গঠন করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৬ মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। সন্তানের পরিচর্যায় ক্ষেত্রে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হিজড়া সম্প্রদায়কে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মজুরি নিশ্চিত করা এবং নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে আলাদা ব্যাংকিং ও ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মায়ের অধিকার এখন স্বীকৃত। এসকল পদক্ষেপ যুগে যুগে বর্ধিত অবহেলিত নারীর মনোবল দৃঢ়ীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষা বলয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বলীয়ান এদেশের নারী এখন আত্মপ্রত্যাশী। আমাদের নারীবাকব সরকার এখন গতানুগতিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষায় নারীকে পারদর্শী করে তুলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীদের অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

বিশ্বে সাধে ভাল মিলিয়ে এদেশের নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বেকার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পুরুষের পাশাপাশি বাংলাদেশের নারীরাও আজ প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করছে। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে জেলা ও উপজেলাভিত্তিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। উদ্যোক্তা হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পুরুষের সাথে নারীরা এখন ই-সেবা দিচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে অনলাইন কোর্স সম্পন্ন করা বা অনলাইনে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারছে। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের ফুকেটে ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক জয়ী গ্রুপে তিনজাই মেয়ে। জেভার সমতায় দেশ যত এগিয়ে যাবে, নারীরা তত বেশি বাংলাদেশকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শক্তিশালী জাতি হিসেবে বিশ্বাসে তুলে ধরতে বলা ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ উদ্যোগ বাস্তবায়নের পর বর্তমানে স্মার্ট বাংলাদেশের ধারায়ও নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল শিক্ষায় বাংলাদেশের নারী-পুরুষের দক্ষতা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জেভার সমতা অর্জনে তাই বাংলাদেশে ডিজিটাল সেবা ও এর আধুনিকায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ, প্ল্যান্টে ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জ, ইউনেস্কোর শান্তি বৃক্ষ পুরস্কার, জাতিসংঘের সাউথ সাউথ পুরস্কার, ‘চ্যাম্পিয়ন অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট’, ‘এসডিজি প্রোগ্রাম অ্যাওয়ার্ড ২০২১’, ‘মুকুটমণি ২০২১’ এবং তথ্যপ্রযুক্তি অলিম্পিক খ্যাত ‘উইসিআ ২০২১’-সহ নানা সম্মাননা অর্জন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শন, মানবিকতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একজন সফল নারী রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে ‘সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১’ প্রণয়ন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে জাতি যেন সুরক্ষা লাভ করে এবং উন্নত বিধায্য গড়ে তুলতে পারে, সেজন্য ‘ডেন্ট-প্ল্যান-২১০০’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এদেশের সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিকনির্দেশনায় অর্থনৈতিক সূচকে দেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তার ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায় এক বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু এখন বিশ্ববাসীর কাছে এক বিস্ময়। পদ্মা সেতুর পর অক্টোবর মাসে উদ্বোধন করা হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ পায়রা সেতু। গত নভেম্বরে দেশের ২৫টি জেলায় ১০০টি সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী মেট্রোরেল এখন চলাচলে জন্ম উন্মুক্ত।

এদেশের মাঠ-প্রান্তর, ফুল-ফসল আর নদী-সাগর জলের প্রতিটি কণা যেমন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের ইতিহাস বহন করে চলেছে, তেমনি বঙ্গবন্ধুকন্যা ‘সোনালি আগামীর স্বপ্নদ্রষ্টা’ হয়ে এদেশের সমৃদ্ধির একের পর এক সোনালি ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। ডিজিটাল কর্ম-কৌশল, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সমান সুযোগ তৈরি হওয়ায় এদেশ এখন প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বসভায় আগামীর নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। বিশ্বের কল্যাণে পুরুষের সাথে এক কাতারে সম্মুখ সারিতে নেতৃত্ব থাকবে বাংলাদেশের স্মার্ট নারী। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বিশ্বে সব উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উড়বে বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’-এ এই আমার প্রত্যাশা। জয় বাংলা। ■

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ ফাল্গুন ১৪২৯
০৮ মার্চ ২০২৩

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আজ এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা আর মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী আদায় করেছিল তার অধিকার। নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়ন করেছে সমাংশীদারিত্ব।

জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়: “Digit ALL: Innovation and technology for gender equality” অর্থাৎ “ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেভার বৈষম্য করবে নিরসন” অত্যন্ত সমন্বয়যোগ্য হয়েছে বলে আমি মনে করি। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পুরুষদের তুলনায় নারীদের প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের আক্সেস সীমিত থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং ২০৪১ সালের মধ্যে কাক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চারটি ভিত্তি- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নেন্স, স্মার্ট সোসাইটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন। তিনি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানঅধিকারের বিষয়টি সংবিধানে নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে প্রতিটি কাজে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫১ বছরে বাংলাদেশের অন্যতম অর্জন হচ্ছে, লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে থাকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ। নারীর দারিদ্র্যমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ডিজিটাল কর্মসূচি, দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে আমরা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসেছি। নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও উদ্যোক্তা তৈরিতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেট প্লেস ‘ই-জয়িতা’ চালু করা হয়েছে। নারী পাচার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ নারীর প্রতি যে-কোনো ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে কঠোর আইন ও নীতি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্ব, সংসদে, নীতি নির্ধারণে, রাজনীতি থেকে প্রশাসনে, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায়, বিদেশে শান্তি রক্ষায়, গবেষণা থেকে খেলাধুলা, জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পর্বতারোহণ প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি এদেশের নারী আজ স্বীয় প্রতিভায় সমৃদ্ধ। জেভার বাজেটিং, মাইক্রো ফাইন্যান্স, ই-কমার্স এর মতো উদ্যোগগুলো নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য অর্জিত হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ পুরস্কার। নারীর ক্ষমতায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা অর্জন করেছি জাতিসংঘ কর্তৃক ‘প্ল্যান্টে ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন’ ও ‘এজেন্ট অব চেঞ্জ’ আওয়ার্ড, শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কোর ‘শান্তি বৃক্ষ’ এবং গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৮। দারিদ্র্য উন্নয়নে, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্যে শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২১ সালে অর্জিত হয়েছে ‘এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার’।

এদেশের নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেমন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তেমনিভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বাণী



সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর প্রতি সম্মান ও সমঅধিকার জানাতে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও সারাবিশ্বে উদ্‌যাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩। বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মূলত এটি এমন একটা দিন, যা নারীর জন্য থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন সম্মানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সুষম উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশের সংবিধানে জেভার সমতাভিত্তিক একটি সমাজ বিনির্মাণের অঙ্গীকার করেছেন। সংবিধানের ২৭ ও ২৮নং অঙ্গচ্ছেদে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলা আছে। নানা প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। নারী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, জেভার সমতা অর্জন ও অধিকার নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্র এবং রাজনীতিতে নারীর সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নারীবাকব নীতির আলোকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল হয়েছে। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য:

“ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন
জেভার বৈষম্য করবে নিরসন”

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সমন্বয়যোগ্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিক ডিজিটাল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ডিজিটাল স্পেসগুলোতে মেয়ের অধিকার রক্ষা এবং অনলাইন ও আইসিটি’র মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নারী প্রযুক্তিতে পারদর্শী হলে তার সৃজনশীলতার বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং নারী তার অধিকার রক্ষায় আরও দৃঢ় অবস্থানে অবস্থান করবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতি, ২০৩০ সালের মধ্যে যে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা সে সংক্রান্ত মানবিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তুত করবে। বিশ্বের সাথে ভাল মিলিয়ে নারী যেন ডিজিটাল উজ্জ্বল এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে পিছিয়ে না পড়ে, সে জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্টেকহোল্ডারদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল অ্যাপস ব্যবহার করে মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। আইজিএ প্রকল্প, আইসিভিজিডি প্রকল্প, তথ্যআপা প্রকল্পের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ এবং ই-জয়িতা ও মানসম্পন্ন প্র্যাটিকর্সের মাধ্যমে নারী উদ্য